প্রকল্প ব্রীফ

১.০ প্রকল্পের শিরোনাম : প্রাণিপুষ্টির উন্নয়নে উন্নত জাতের ঘাস চাষ সম্প্রসারণ ও লাগসই প্রযুক্তি হস্তান্তর প্রকল্প

২.১ উদ্যোগী মন্ত্রণালয় : মৎস্য ও প্রাণিসম্পদ মন্ত্রণালয়, বাংলাদেশ সচিবালয়, ঢাকা

২.২ বাস্তবায়নকারী সংস্থা : প্রাণিসম্পদ অধিদপ্তর, বাংলাদেশ, ঢাকা

৩.০ প্রকল্পের উদ্দেশ্য ও লক্ষ্যমাত্রা :

ক) খামারী পর্যায়ে ৮,৯৭০ টি উচ্চ উৎপাদনশীল উন্নত জাতের ঘাস চাষ প্রদর্শনী প্লট স্থাপন;
খ) বিজ্ঞানসম্মত ও আধুনিক পদ্ধতিতে কাঁচা ঘাস সংরক্ষণের জন্য ১৭,৯৪০ টি খামারে লাগস প্রযুক্তি (সাইলেজ ও হে) হস্তান্তর;
গ) ৮৯,৭০০ জন প্রান্তিক, ক্ষুদ্র ও মাঝারী খামারীকে প্রাণিপুষ্টি সংক্রান্ত আধুনিক পদ্ধতি ও কৌশল বিষয়ক প্রশিক্ষণ প্রদান।

সুবিধাভোগী : প্রকল্প এলাকার খামারীগণ/প্রানিজ আমিষ(দুধ ও মাংস) গ্রহণকারী তথা দেশের আপামর জনসাধারণ

৪.০ প্রকল্পের বাস্তবায়নকাল : শুরুর তারিখ : ০১-০১-২০২১
সমাপ্তির তারিখ : ৩১-১২-২০২৪

৫.০ প্রকল্পের প্রাক্কলিত ব্যয় (লক্ষ টাকা) : মোট : ১১৭৪৯.০০
জিওবি : ১১৭৪৯.০০

৬.০ প্রকল্প এলাকা :

বিভাগ	জেলা	উপজেলা	মোট ইউনিয়ন	মন্তব্য
৮	৬৪	**৪৭৫**	**৪৪৮৫**	পিইসি সভার সিদ্ধান্ত অনুযায়ী ৩(তিন) টি পার্বত্য জেলার ২৬ (ছাব্বিশ) টি উপজেলা হতে মোট ৯ (নয়) টি উপজেলা প্রকল্পে অন্তর্ভূক্ত করা হয়েছে। এর মধ্যে রাঙ্গামাটি জেলায় (সদর, কাপ্তাই ও নানিয়ারচর), খাগড়াছড়ি জেলায় (সদর, মাটিরাঙ্গা ও রামগড়) এবং বান্দরবান জেলায় (সদর, নাইক্ষণছড়ি ও লামা) উপজেলা অন্তভূক্ত রয়েছে।

৭.০ **প্রকল্পের পটভূমি :** আমাদের সমাজ ও অর্থনীতিতে প্রাণিসম্পদের আবদান ব্যপক ও বহুমুখী। কৃষি প্রধান জনবহুল বাংলাদেশে **পুষ্টি** নিরাপত্তা, সুষম পুষ্টি, বেকার সমস্যার সমাধান ও আত্মকর্মসংস্থান সৃষ্টি, বৈদেশিক মুদ্রা অর্জন, কৃষি জমির উর্বরতা, নারীর ক্ষমতায়ন এবং মেধা সম্পন্ন জাতি গঠনের জন্য অপরিহার্য খাত হলো প্রাণিসম্পদ খাত। শ্রমঘণ, তুলনামূলক স্বল্প বিনিয়োগ এবং স্বল্প ভূমিতে বাস্তবায়নযোগ্য বিধায় অনুকুল জাতীয় প্রেক্ষাপটে দেশে প্রাণিসম্পদ শিল্প দ্রুত বিকাশ লাভ করছে।আর তাই বিগত কয়েক বছর ধরে জিডিপিতে প্রাণিসম্পদ উপ-খাতের প্রবৃদ্ধির হার লক্ষণীয়ভাবে বৃদ্ধি পেয়েছে। গত তিন অর্থবছরে প্রাণিসম্পদ খাতের প্রবৃদ্ধির হার যথাক্রমে ৩.৩২, ৩.৪০ ও ৩.৪৭ শতাংশ । তাছাড়া এ খাত হতে প্রতি বছরই আয় হচ্ছে উল্লেখযোগ্য পরিমান বৈদেশিক মুদ্রা।

প্রাণিসম্পদ অধিদপ্তরের রুপকল্প বা vision হচ্ছে প্রাণিসম্পদের উৎপাদন ও উৎপাদনশীলতা বৃদ্ধি এবং মূল্য সংযোজনের মাধ্যমে সকলের জন্য নিরাপদ, পর্যাপ্ত ও মানসম্মত প্রাণিজ আমিষ সরবরাহ করা। জাতিসংঘ ২০২১ সালের ২৬ ফ্রেরুয়ারী বাংরাদেশ স্বল্প উন্নত দেশ থেকে উন্নয়নশীল দেশে উত্তরনে সুপারিশ করেছে। তাই পর্যায়ক্রমে উন্নত দেশের তালিকায় উন্নীত হতে গেলে দৈনন্দিন খাদ্য তালিকায় প্রাণিজ আমিষের আধিক্য বাড়াতে হবে। কারণ উন্নত দেশ হওয়ার স্বপ্ন পূরণে সবার আগে প্রয়োজন স্বাস্থ্যবান ও মেধাবী জাতি। যার জন্য প্রয়োজন পর্যাপ্ত পুষ্টি ও নিরাপদ প্রাণিজ আমিষ। এ লক্ষ্যকে সামনে রেখে সরকার 'ভিশন ২০২১ ও ভিশন ২০৪১' ঘোষণা দিয়েছে, যেখানে অন্যান্য খাতের ন্যায় প্রাণিসম্পদের উৎপাদন বৃদ্ধির তাগিদ দেয়া হয়েছে।

আমাদের দেশে জমির স্বল্পতা তাই দুধ উৎপাদন বৃদ্ধির লক্ষ্যে গবাদি পশুর সংখ্যা বৃদ্ধি নয় বরং উৎপাদনশীলতা বৃদ্ধির দিকেই নজর দিতে হবে। কিন্তু গবাদিপশুর উৎপাদনশীলতা বৃদ্ধির জন্য গবাদিপশুর প্রধান খাদ্য কাঁচা ঘাসের ব্যাপক ঘাটতি রয়েছে এবং

একথা বলা যায় যে বাংলাদেশে প্রাণিসম্পদ উন্নয়নের জন্য প্রাণিখাদ্যের বিশেষ করে কাঁচা ঘাসের অপর্যাপ্ততাই প্রধান সমস্যা। প্রাপ্ত তথ্য ও উপাত্ত অনুসারে দেখা যায় যে, বাংলাদেশে গবাদিপশুর কাঁচা ঘাসের প্রাপ্যতা মাত্র ২.০ থেকে ২.৫ কেজির মত ; যা বিভিন্ন উৎস থেকে যেমন-রাস্তারপার, অনাবাদি জমি, বাড়ির আশপাশ, বাঁধ, জমির আইল প্রভৃতি থেকে সরবরাহ পাওয়া যায়। অথচ শুধুমাত্র গরু ও মহিষের জন্য গড়ে কাঁচা ঘাসের প্রয়োজন কমপক্ষে 12 কেজি/দিন।

বিবিএস এর তথ্য অনুসারে (২০০৬) আমাদের দেশে রাস্তার পাড়, বাঁধ, পতিত জমি মিলে প্রায় ০.৬ মিলিয়ন হেক্টর চারণ ভূমি রয়েছে। যদিও এ সকল চারনভূমিতে বছরের একটা সময়ে কিছু পরিমান প্রাকৃতিক ঘাস উৎপন্ন হয় এবং যার উৎপাদন দক্ষতার পরিমান কাঁচা অবস্থায় প্রায় ২০ টন/হেক্টর। কিন্তু শুস্ক সময়ে বিশেষ করে ডিসেম্বর - এপ্রিল মাসে এ সকল চারণ ভূমিতে কোন কাঁচা ঘাস থাকেনা। ফলে এখান থেকে গবাদি পশু তেমন কোন উল্লেখযোগ্য পরিমান খাদ্য আহরণ করতে পারেনা।
এখানে আরও উল্লেখ্য যে, চারণ ভূমি শুধু গবাদিপশুর জন্যই জরুরী নয়, পরিবেশ রক্ষার জন্যেও জরুরী। গবেষণায় দেখা গিয়েছে যে, চারণ ভূমিতে প্রাকৃতিক ঘাস মৃত্তিকার জৈব পদার্থের বৃদ্ধিসহ কার্বন সংরক্ষণে ও জলবায়ু পরিবর্তনে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে।
বর্তমানে বাংলাদেশে বানিজ্যিক ভিত্তিতে প্রাণিসম্পদ লালন পালন করা শুরু হয়েছে। বাংলাদেশে জনসংখ্যা যেমন বৃদ্ধি পাচ্ছে, একই সাথে দ্রুত নগরায়ল, মানুষের ক্রয়ক্ষমতা বৃদ্ধি, জীবন যাত্রার পরিবর্তন এবং পরিবর্তিত খাদ্যাভাসের কারণে প্রানিজ উৎস হতে মানুষের প্রোটিন জোগানের বিশাল চাপ রয়েছে। ফলে দেশে উৎপাদিত দুধ ও মাংসের চাহিদা দিন দিন বেড়েই চলছে ফলশ্রুতিতে দুধ ও মাংসের উৎপাদন প্রতি বছর বাড়লেও প্রাপ্যতা ও চাহিদার মধ্যে এখনও ব্যাপক ঘাটতি রয়ে গেছে।
পরিসংখ্যান থেকে দেখা যায় যে, দেশে সবুজ ঘাসের মোট উৎপাদন ৩৪.৬৫ মিলিয়ন মেট্রিক টন (সূত্র:Sarker.Nr,Cattle Feed National Level Value Chain Assessment, June ২০১৭) যা দেশে মোট গবাদিপশুর জন্য প্রয়োজন 155.93 মিলিয়ন মেট্রিক টনের তুলনায় একেবারেই নগণ্য। বত©মানে যে পরিমান কাঁচা ঘাস উৎপাদন হচ্ছে বর্ণিত প্রকল্পের মাধ্যমে আমরা ২০২৪ সালের মধ্যে কাঁচা ঘাসের উৎপাদন দ্বিগুন করার পরিকল্পনা রয়েছে। এর ফলে কাঁচা ঘাসের প্রাপ্যতা বৃদ্ধির মাধ্যমে গবাদিপশুর উৎপাদনশীলতা বৃদ্ধি পাবে যার ফলশ্রুতিতে খামারীদের দুধ উৎপাদন খরচ কাংখিত মাত্রায় কমে আসবে। সে লক্ষ্যে বত©মানে যে পরিমান জমিতে ঘাস উৎপাদন হচ্ছে একই পরিমান জমিতে উন্নত জাতের অধিক উৎপাদশীল কাঁচা ঘাস চাষের মাধ্যমে ঘাসের উৎপাদন দ্বিগুন করা সম্ভব।

৮.০ প্রকল্পের ব্যবস্থপনা কাঠামো।

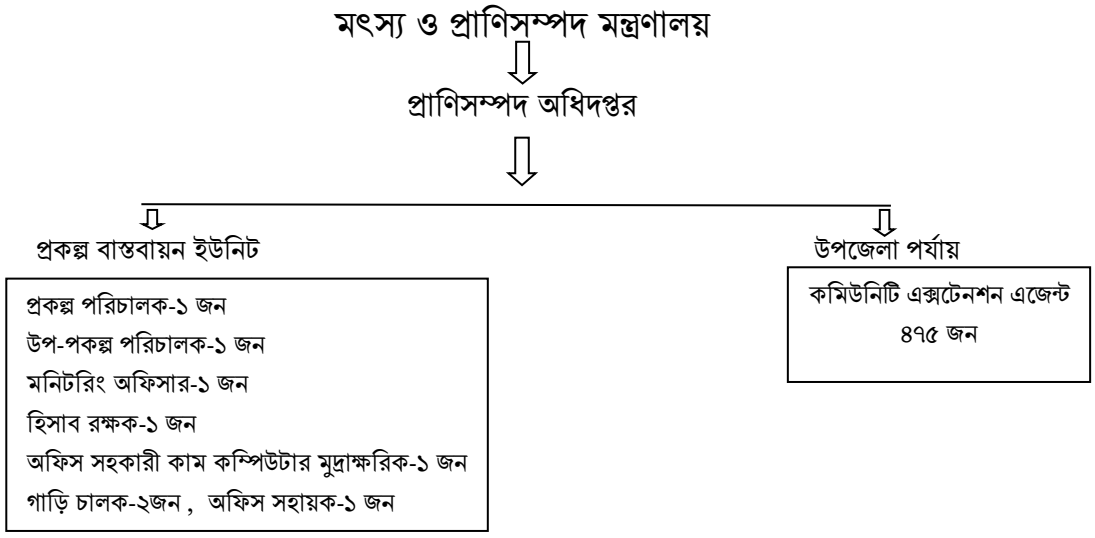

৯. প্রকল্প গ্রহণের যৌক্তিকতা:

ক) গবাদিপ্রাণির পুষ্টি উন্নয়নে খামারীদের সচেতনতা বৃদ্ধির জন্য পুষ্টি বিষয়ক প্রাণিসম্পদ অধিদপ্তরের এ প্রকল্পটির মাধ্যমে খামারীদের আর্থ-সামাজিক উন্নয়নে সহায়তা প্রদান;

খ) দুধ ও মাংস উৎপাদন বৃদ্ধির ধারাবহিকতা রক্ষার জন্য প্রশিক্ষনের মাধ্যমে খামারীদের প্রাণিপুষ্টি বিষয়ক জ্ঞানকে অধিকতর সম্মৃদ্ধ করা;

গ) দরীদ্র জনগোষ্ঠির জীবনমান উন্নয়নে অল্প জায়গায় অধিক উৎপাদনশীল উন্নত জাতের ঘাস চাষের মাধ্যমে স্বল্প খরচে গবাদিপশু পালনে খামারীদের উদ্বুদ্ধ করা।

ঘ) আর্থিকভাবে লাভজনক পশু উৎপাদন বৃদ্ধির লক্ষ্যে অধিক উৎপাদনশীল পুষ্টিমান সম্মৃদ্ধ উন্নত জাতের কাঁচা ঘাস সম্প্রসারণ এবং বিভিন্ন প্রযুক্তি ব্যবহারে খামারীদের উদ্বুদ্ধ করার মাধ্যমে প্রাণিপুষ্টির উন্নয়ন সাধন।

বর্তমানে বাংলাদেশে উৎপাদিত গবাদিপশুর প্রধান খাদ্য কাঁচা ঘাসের অপ্রতুলতা এবং খামারীদের প্রাণিপুষ্টি বিষয়ক জ্ঞানের অভাবের কারণে গবাদিপশুর উৎপাদন ও স্বাস্থ্য কাংখিত পর্যায়ে না পৌঁছানোর ফলে দুধ ও মাংস উৎপাদনে সম্পৃক্ত খামারীগণের পক্ষে লাভজনকভাবে খামার পরিচালনা করা সম্ভব হচ্ছে না। খামারীদের উন্নত ও অধিক পুষ্টি সম্মৃদ্ধ ঘাস চাষে উদ্বুদ্ধ করে ঘাসের উৎপাদন অধিকমাত্রায় বৃদ্ধি করা এবং খামারীদের প্রাণিপুষ্টি বিষয়ক জ্ঞানকে অধিকতর সম্মৃদ্ধ করার মাধ্যমে স্বাস্থ্যসম্মত দুধ ও মাংস উৎপাদন বৃদ্ধির লক্ষ্যে আলোচ্য প্রকল্পটি গ্রহণ করা হয়েছে।

১০. প্রকল্পের প্রধান প্রধান কার্যক্রম:

ক) উচ্চ উৎপাদনশীল উন্নত জাতের স্থায়ী/অস্থায়ী ঘাসের প্রদর্শনী প্লট স্থাপনঃ

উচ্চ উৎপাদনশীল জাতের ঘাস (নেপিয়ার পাকচং ১, নেপিয়ার, পারা,জার্মান,জাম্বু, ভূট্টা,ওটস, লিগুমিনাস ঘাস ও অন্যান্য) খামারীদের মাঝে জনপ্রিয় করার লক্ষ্যে মাঠ পর্যায়ে প্রকল্পভূক্ত ৪৭৫ টি উপজেলার প্রতিটি ইউনিয়নে ২ জন করে মোট (৪৪৮৫ টি ইউনিয়নX ৪৪৮৫ X২জন) ৮৯৭০ জন খামারীকে কমপক্ষে ১০ শতাংশ জমিতে (পতিত বা অনুর্বর জমি) উচ্চ উৎপাদনশীল উন্নত জাতের ঘাস চাষের সাবিক সহযোগিতা হবে। এর ফলে মোট ৮৯৭০টি প্রদর্শনি প্লটে ৮৯৭ একর জমি উচ্চ উৎপাদনশীল জাতের ঘাস চাষের আওতায় আসবে।

খ) প্রাণিপুষ্টি বিষয়ক প্রযুক্তি প্রদর্শনঃ

স্টেকহোল্ডার কনসালটেশন ওয়ার্কসপের সিদ্ধান্ত মোতাবেক প্রমানিত প্রাণিপুষ্টি প্রযুক্তি সাইলেজ ও হে খামারী পর্যায়ে কৃষকদের মাঝে জনপ্রিয় করার লক্ষ্যে প্রকল্প বাস্তবায়নকালীন সময়ে নির্বাচিত ৪৭৫ টি উপজেলার প্রতিটি ইউনিয়নে ২ টি করে সাইলেজ ও ২ টি করে হে প্রযুক্তি প্রদর্শন/হস্তান্তর করা হবে।

গ) অধিক প্রোটিন সম্মৃদ্ধ ঘাসের বীজ বিতরণঃ

স্টেকহোল্ডার কনসালটেশন ওয়ার্কসপের সিদ্ধান্ত মোতাবেক খামারীদের ঘাস চাষে উদ্বুদ্ধ করার জন্য ৪৭৫ টি উপজেলার ৪৪৮৫টি ইউনিয়নের প্রতিটিতে ২ জন করে নির্বাচিত খামারীর প্রত্যেককে ১ (এক) কেজি করে (৪৪৮৫ টি ইউনিয়ন X২জন) ৮৯৭০ জন খামারী মাঝে মোট ৮৯৭০ কেজি অধিক প্রোটিন সম্মৃদ্ধ উন্নত জাতের কাঁচা ঘাসের বীজ (লিগুমিনাস জাতীয় ঘাস) বিনামূল্যে বিতরণ করা হবে।

ঘ) কমিউনিটি এক্সটেনশন এজেন্টঃ

উপজেলা পর্যায়ে প্রকল্পের কার্যক্রম সঠিকভাবে বাস্তবায়নের নিমিত্ত উপজেলা প্রাণিসম্পদ কর্মকর্তাকে সহযোগীতা করার জন্য প্রতি উপজেলায় ১ জন করে মোট ৪৭৫ জন কমিউনিটি এক্সটেনশন এজেন্ট (CEA) সংযুক্ত করা হবে।

ঙ) প্রশিক্ষণঃ

কর্মকর্তা প্রশিক্ষণঃ প্রকল্প চলাকালীন সময়ে ৬৪ জন জেলা প্রাণিসম্পদ কর্মকর্তা, ৪৭৫জন উপজেলা প্রাণিসম্পদ কর্মকর্তাকে 1 (এক) দিনের প্রশিক্ষক প্রশিক্ষণ কোর্স (TOT) প্রদান করা হবে।

কমিউনিটি এক্সটেনশন এজেন্ট (সিইএ) প্রশিক্ষণঃ ৪৭৫ জন কমিউনিটি এক্সটেনশন এজেন্ট (সিইএ) কে "প্রশিক্ষক প্রশিক্ষণ কোর্স (TOT) এর মাধ্যমে অধিক উৎপাদনশীল উন্নত জাতের ঘাস পরিচিতি ও ঘাস চাষ কৌশল, গবাদিপশুর খাদ্য ব্যবস্থাপনা, কাঁচা ঘাস সংরক্ষণ পদ্ধতি "সাইলেজ ও "হে",গবাদিপশুর খাদ্য ব্যবস্থাপনা, হাতে-কলমে ঘাস চাষ,সাইলেজ ও হে প্রস্তুত প্রণালী, ঘাস চাষে লাভ-ক্ষতির হিসাব ইত্যাদি বিষয়ে আধুনিক কলাকৌশল সংক্রান্ত এবং পরিবেশ সংরক্ষণ বিষয়ে খামারীদের সচেতনতা সৃষ্টির লক্ষ্যে ৩(তিন)দিনের আবাসিক প্রশিক্ষণ প্রদান করা হবে যারা পরবর্তীতে উপজেলা পর্যায়ে ঘাস চাষ ব্যবস্থাপনায় ও প্রযুক্তি প্রদর্শন ও হস্তান্তরে মাষ্টার ট্রেইনার হিসাবে কাজ করবেন।

খামারী প্রশিক্ষণঃ নির্বাচিত ৪৭৫ টি উপজেলায় মোট ৪৪৮৫ টি ইউনিয়ন রয়েছে। প্রতিটি ইউনিয়নে ২০ জন করে ৪৭৫ টি উপজেলায় ৪৪৮৫ টি ইউনিয়নে সর্বমোট (৪৪৮৫টি ইউনিয়ন x ২০জন) ৮৯৭০০ জন নির্বাচিত খামারীকে উচ্চ উৎপাদনশীল (HYV) উন্নত জাতের ঘাস পরিচিতি ও ঘাসচাষের কলাকৌশল, গবাদিপশুর খাদ্য ব্যবস্থাপনা, কাঁচা ঘাস সংরক্ষণ পদ্ধতি সাইলেজ এবং হে ও পরিবেশ সংরক্ষণ ইত্যাদি বিষয়ে ২ (দুই) দিনের প্রশিক্ষণ প্রদান করা হবে।

চ) ফিড এডিটিভস (ভিটামিন-মিনারেল প্রিমিক্স) এবং কৃমিনাশক বিতরণঃ

গবাদিপ্রাণির সু-স্বাস্থ্যের জন্য নিয়মিত কৃমিমুক্তকরণ করা অতীব জরুরী। কৃমিমুক্ত করণের পর গবাদিপ্রাণিকে অধিক পুষ্টি সম্মৃদ্ধ খাবারের যোগান দেয়া প্রয়োজন। এ বিষয়ে এদেশের খামারীগণ মোটেই সচেতন নহে। এ লক্ষ্যে এ প্রকল্পের মাধ্যমে খামারীদের সচেতন করার লক্ষ্যে ৪৭৫ টি উপজেলায় ৮৯৭০০ জন নির্বাচিত খামারীদের গবাদিপশুর জন্য প্রত্যেককে ১ (এক) কেজি করে ভিটামিন-মিনারেল প্রিমিক্স ও ২০ (বিশ)টি করে কৃমিনাশক বিতরণ করা হবে।

ছ) কেন্দ্রীয় গো- প্রজনন ও দুগ্ধ খামার, সভার, ঢাকায় ঘাস চাষঃ

জেলা ও উপজেলা প্রাণিসম্পদ দপ্তরের ক্যাম্পাস নার্সারী স্থাপন ও দেশব্যাপী আগ্রহী খামারীদের মাঝে অধিক পুষ্টি সম্মৃদ্ধ উচ্চ উৎপাদনশীল জাতের ঘাসের কাটিং / বীজ সরবরাহ করার লক্ষ্যে প্রকল্প চলাকালীন সময়ে কেন্দ্রীয় গো-প্রজনন ও দুগ্ধ খামার, সাভার, ঢাকায় খামারের ৫০ একর জমিতে বিভিন্ন ধরনের উচ্চ উৎপাদনশীল জাতের স্থায়ী ও অস্থায়ী ঘাস এর (নেপিয়ার পাকচং ১, নেপিয়ার, পারা, জার্মান, ওটস, ভূট্টা ও লিগুমিনাস ঘাস) নার্সারী স্থাপন ও উন্নয়ন করা হবে ।

জ) লজিষ্টিকস সংগ্রহঃ

প্রাণিপুষ্টির উন্নয়নে উন্নত জাতের ঘাস চাষ সম্প্রসারণ ও লাগসই প্রযুক্তি হস্তান্তর প্রকল্পের কার্যক্রম মাঠ পর্যায়ে সরেজমিনে তদারকি ও পরীবিক্ষণ এবং চলমান রাখার জন্য সমাপ্ত প্রকল্প "প্রাণিপুষ্টি উন্নয়ন ও প্রযুক্তি হস্তান্তর প্রকল্প (২য় পর্যায়)" এ ক্রয়কৃত পাজেরো জিপ নং-ঢাকা মেট্রো ঘ ১৫-৬৬৪৮ এবং ডাবল কেবিন পিক-আপ নং- ঢাকা মেট্রো ঠ-১৩-৪৫৫৩ অত্র প্রকল্পের বাস্তবায়ন ও মনিটরিং কাজে ব্যবহৃত হবে।

কেন্দ্রীয় গো-প্রজনন ও দুগ্ধ খামার, সাভার এর নার্সারীতে চাষাবাদ, জমি প্রস্তুত, গোবর সার প্রয়োগ, পানি সেচ,ঘাস কাটা, ঘাস চপিং, ঘাস পরিবহন, সেচ প্রয়োগ ইত্যাদি কার্যক্রম পরিচালনার জন্য ১ টি ট্রাক্টর, ১ টি ফডার হার্বেষ্টার, ২ টি হাইড্রোলিক ট্রলি, ১ (এক) টি চপার মেশিন ও ২ টি ডিপ টিউবওয়েল ক্রয় করা হবে। এ ছাড়া মাঠের কার্যক্রম পর্যবেক্ষনের জন্য ২ টি মটর সাইকেল ক্রয় করা হবে।

ঘাস উৎপাদনে জনসচেতনতা সৃস্টি

অধিক উৎপাদনশীল উন্নত জাতের ঘাস চাষ ও গবাদিপশুর পুষ্টির উন্নয়নে জনসচেতনতা বৃদ্ধির লক্ষ্যে প্রকল্পে ব্যাপক প্রচারের ব্যবস্থা রাখা হয়েছে। যেমন- টিভি ফিলার, ডকুমেন্টরি, বিজ্ঞাপন ইত্যাদি প্রস্তুতপূর্বক পত্রিকা/মেগাজিন/টেলিভিশন ইত্যাদি প্রচার মাধ্যমে প্রচার করা করা হবে এবং খামারীদের মাঝে বুকলেট বিতরণ করা হবে যাতে করে দেশব্যাপী খামারীদের মাঝে প্রাণিপুষ্টি বিষয়ে ব্যাপক সচেতনতা বৃদ্ধি পায়।